



পুঠিয়ায় ২ বলিরে পানিনিষ্কাশন না হওয়ায় শতশত কৃষক কষ্টগিরিস্ত

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 29 October 2026, 09:57 AM | বিভাগ: সারাদেশে



রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার ভালুকগাছা ইউনিয়নে খামারপাড়া ও হোজারপাড়া গ্রামেরে জোকা বলি ও সোনাকান্দর বলিরে পানি সরকারি ক্যানলে থাকার পরেও পানিনিষ্কাশন না হওয়ায় দশ বছর ধরে অনুমানকি ৫০০ থেকে ৬০০ বঘিা জমি পানতি তলযি়ে থাকে, পানি থাকার কারণে শত শত কৃষক ব্যাপক কষ্টেরি মুখে পড়ছে। যখনে জোকা বলি হয় সোনাকান্দর বলি খালদি সাগর পর্যন্ত প্রায় আড়াই থেকে তনি কলি়োমটির সরকারি ক্যানলে

রয়ছে কনিতু পানিনিষ্কাশন হয় না।

কৃষক হাববুর রহমান বলেন, জোকা বলি ও সোনাকান্দরের বলি দুই পাশে পুকুর হওয়ার কারণে, অনেকেটা মাটি দিযি়ে ভরে গছে সরকারি ক্যানলে। আমরা ১০-১২ বছর ধরে কোন আবাদ ফসল করতে পারনি খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। এই সরকারি ক্যানলে টা দ্রুত সংস্কারেরে দাবি জানাই। মোঃ মোতালবে হোসনে বলেন, আমাদের এই দুই বলিরে পানিনিষ্কাশনেরে জন্য সরকারি ক্যানলে রয়ছে কনিতু টেনেলে দুই ধারেরে মাটি পড়াই অনেকেটা ভরে গছে। মোটা মুঠি সোনাকান্দর বলি ও হোজার বলি মলিযি়ে ৫০০ থেকে ৬০০

বঘিা জমরি রয়ছে। পানি নিক্ষিকশন না হওয়ার ফলে আমরা অনকে ফসল থকে বঞ্চিত হযে আছি, দশ বছর ধরে এই অবস্থা। মোঃ মোতালবে হোসনে বলনে, আমাদরে এই দুই বলি মলি ২০০ থকে ৩০০ পরবার রয়ছে আমরা কৃষরি উপর নরিভরশীল, আমরা অনকে উদ্যোগ নযিছে পানরি নিক্ষিকশনরে কোন ব্যবস্থা পাইনতিই আমরা দ্রুত সমাধান চাই। এমপি মিহোদয় ও ইউএনও স্যাররে কাছে আবদেন জানাচ্ছি যিনে দ্রুত সংস্কার হয আমাদরে এই বলিরে ক্যানলে। মোঃ মনসরে আলী সরদার বলনে, আমার জমগিলো পড়ে থাকে আবাদ হয না আমার এই বলি মোটামুটি আড়াই বঘিা জমরি রয়ছে। এক সময় আমরা এই বলি আলু, সরষিা, পযিাজ, পাট, যা মন চয়েছে তাই ফসল করছে, কিন্তু এখন এসে বছরে একটি ফসল করাও দায় হযছে। মোঃ মনসুর মন্ডল বলনে, আমাদরে টানলে অনকেটাই ভরে গেছে দ্রুত সংস্কার না করলে, আমরা কৃষক এটার উপরে নরিভরশীল বলি এখনো কোথাও এক মাজা পানি আবার কোথাও হটেো পানি আমরা কভিাবে আবাদ করব, তাই দ্রুত ক্যানলেট সংস্কাররে দাবি করছি।

এলাকাবাসী টানলেরে দ্রুত সংস্কাররে দাবি করনে।

এ বিষয়ে উপজলো নরিবাহী অফসির লযিকত সালমান বলনে, বিষয়টি অনকে উদ্বগে জনক, যত দ্রুত সম্ভব ভজিটি যাবে সরোজমনি, এবং তদন্ত করে বিষয়টি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।